তারা একে অপরের জন্য স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বৈধ নয়

উম সুমাইয়া আল-মুহাজিরাহ

দাবিক ১০ হতে সংকলিত
অনুবাদিত এবং পরিমার্জিত

তারা একে অপরের জন্য স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বৈধ নয়

উম সুমাইয়া আল-মুহাজিরাহ

পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শুরু করছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক এবং শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার, তার সাহাবীগণ এবং যারা কিয়ামত অবধি তার সত্য পথকে অনুসরণ করে।

শামের যুদ্ধ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ শুধুমাত্র দুটি দলের সৃষ্টি করেছে- তন্মধ্যে একটি দল ঈমানের উপর সুদৃঢ় যাতে কোন কুফরি নেই এবং আরেকটি দল যারা কুফরি করেছে, যাদের কোন ঈমান নেই। এই দুই দল ব্যতীত তৃতীয় কোন দলের অস্তিত্ব নেই। এই যুদ্ধ ঐ দুই মুজাহিদের মধ্যে পার্থক্য করে, যার একজন 'মুজাহিদ' যিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেন, তিনি আত-তাইফাহ-আল-মানসুরাহ (বিজয়ী দল) এর অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না তাদের দ্বারা, যারা তার বিরোধিতা করে ও তাকে ত্যাগ করে। আর অপর এক তথাকথিত যে আল্লাহর রাহ ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশে যুদ্ধ করে যেমন রাষ্ট্র, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। আল্লাহর রাহ ব্যতীত অন্য কোন কুফরি লক্ষ্য অর্জনে যুদ্ধকারীরা দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আখিরাতে জাহান্নামের আগুন তার ঠিকানা।

হোয়াইট হাউসের ইতর, তাদের পা চাটা গোলামগুলোর পক্ষে এবং এমনকি কিছু স্বার্থান্বেষী দলসমূহ যারা তাদের সাথে আঁতাত করে দাওলাতুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিনিধি হয়ে যুদ্ধ করছে, তারা মিথ্যে দাবী করে আসছে যে তারা আল্লাহর রাহে ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে। অথচ এটি সবার কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, তাদেরকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) যেসব ভূমির উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন সেখানে ইসলামী শারীয়াহ'র বিন্দুমাত্র বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাদের এই লোক-দেখানো যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য হল জনসাধারণকে খুশি রাখা, যদিও তাতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ক্রোধান্বিত হন। এসকল দলকে বলা হয় 'সাহওয়াত' (আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন)। 'জাওলানি ফ্রন্ট' দলটি একটি উদাহরণ। এসকল দল সবাই একত্রিত হয়েছে একটাই উদ্দেশ্যে- দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এই দাওলাহকে সাহায্য করুন। একমাত্র দাওলাতুল ইসলামের আক্বিদাহ শুদ্ধ, মানহায ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট, তাদের মুজাহিদরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যতদিন পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের হারানো গৌরব ও নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার না হয়, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধে অব্যাহতি না দিতে তারা বদ্ধপরিকর।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, সাহওয়াহ সৈনিকদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেয়ার নিমিত্তে এই নিবন্ধ লেখার বাধ্যকতা অনুভব করছি। কারণ, {তোমাদের পালনকর্তার সামনে

দোষমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা আল্লাহকে ভয় করে।} [আল-আ'রাফঃ ১৬৪]

যেসব ধর্মনিরপেক্ষ সাহওয়াহ সৈনিকরা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র অথবা জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ অথবা ক্ষমতায় ভাগ বসানোর উদ্দেশ্যে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, তাদের স্ত্রীদের জন্য এই লেখা। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন, {তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।} [আল-কাহফঃ ২৬]

সেসকল স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে এই লেখা যারা কৃত্রিম ইসলাম দাবী করে এবং তাদের নিজের জীবন ও মূল্যবান সম্পদ দ্বারা তাদের প্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ সাহাওয়াত সৈনিকদের মুওাহিদ্দিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন, { তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।} [আল-মাঈদাহঃ ৫১]

ইসলামের ইতিহাসে যেসব সুন্দর উপাখ্যান রয়েছে, তার মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা যয়নাব এবং তাঁর স্বামী আবুল-আ'স ইবন আর-রাবি' এর কাহিনী অন্যতম। তারা দুজন ভালবাসা ও বিয়ের মাধ্যমে হয়েছিলেন একত্রিত এবং কুফরি ও শিরক দ্বারা হয়েছিলেন পৃথক। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল তখন তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং সকল কন্যারা তাঁর ও তাঁর দ্বীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু যয়নাবের স্বামী আবুল-আ'স এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে তার শিরকি জীবনকেই বেছে নেন। সেই সময় ইসলামের নির্দেশ ছিল মুমিন ও মুশরিকদের পৃথকীকরণ, এমনকি বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও। কিন্তু আবুল-আ'স তাঁর স্ত্রী যয়নাবকে মক্কায় তাঁর সাথেই রেখে দিয়েছিলেন। এরপর, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র ইচ্ছায় আবুল-আ'স যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলিমদের হাতে ধরা পড়েন। মক্কার লোকেরা তাদের ছাড়ানোর জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে মুক্তিপণ পাঠায়। এরপরের কাহিনী উম্মুল মু'মিনিন আ'য়িশা বিনতি আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে শোনা যাক। তিনি বলেন, "যখন মক্কার লোকেরা তাদের যুদ্ধবন্দী আত্মীয়দের জন্য মুক্তিপণ পাঠানো শুরু করল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা যয়নব তাঁর স্বামী আবুল-আ'স এর জন্য কিছু সম্পদ পাঠালেন। তিনি তাঁর মা খাদিজার একটি গলার হার পাঠালেন যা তিনি আবুল-আ'স এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন"। আ'য়িশা বলেন, "যখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই হারটা দেখেন তখন তিনি যয়নাবের জন্য অনেক দুঃখবোধ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যদি তোমরা তাঁর যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিতে চাও এবং তাঁর সম্পদ ফেরত দিতে চাও তাহলে তাই কর'। তারা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল'। এরপর আবুল-আ'স কে তারা মুক্তি দিলেন এবং যয়নাবের সম্পদ তাকে ফেরত দিলেন"। [ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ]

হাদিসে আরও এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুল-আ'স কে শর্ত দিয়েছিলেন যে যখন তিনি মক্কায় পৌঁছবেন তখন যেন তাঁর স্ত্রী যয়নাবকে সে ফেরত পাঠায় কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুশরিক থাকবেন যয়নাব তাঁর জন্য বৈধ স্ত্রী নন। আবুল-আ'স তাই করেছিলেন এবং যয়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ইসলামের ভূমি মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মক্কা ছেড়ে এসেছিলেন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে। তিনি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে তাঁর স্বামী বা তাঁর প্রতি ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেননি। কারণ, {আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টটায় পতিত হয়।} [আল-আহযাবঃ ৩৬]

যয়নবের হিজরতের বহু বছর পর তার স্বামী আবুল-আ'স এর অন্তরকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) সত্যের পথে উন্মোচন করে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে যয়নাবকে ফেরত দিলেন।
আরেক সম্মানিত নারী উম সুলায়ম বিনত মিলহান, যিনি একজন কাফিরের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে যদি সেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাই হবে তার বিয়ের দেনমোহর। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, "আবু তালহাহ, উম সুলায়ম কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। উম সুলায়ম বলেন, 'আল্লাহর শপথ, হে আবু তালহাহ, আপনার মত একজন এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া যায়না। তবে, আপনি একজন কুফফার পুরুষ এবং আমি একজন মুসলিম নারী। তাই আপনাকে বিয়ে করার অনুমতি আমার নেই। অতএব, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তাই হবে আমার দেনমোহর এবং আমি আপনার কাছে আর কিছু চাইবো না'। অতঃপর, আবু তালহাহ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সেটাই উম সুলায়মের দেনমোহর হল"। [আন-নাসাঈ ও ইবন-হাব্বান]

অতএব, এর নামই ইসলাম। ইসলাম সরবে ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, "এরা তাদের জন্য [স্ত্রী হিসেবে] হালাল নয় এবং তারা এদের জন্য [স্বামী হিসেবে] হালাল নয়"। [আল-মুমতাহিনাঃ ১০] সুতরাং, ইসলামের

সাথে কুফরির কোন সংমিশ্রণ নেই, নেই তাওহীদের সাথে শিরকের মিশ্রণ, নেই ঈমানের সাথে নিফাকের সংযোগ। ছোট্ট এই মুসলিম পরিবারটি যেন মুসলিম উম্মাহর হৃদয়, যেখানে স্বামী-স্ত্রী হল দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং তাদের ঘরের সন্তান বৃক্ষের চারার ন্যায়; যা থেকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয় এবং যারা তাদের মূলের উপর শক্ত অবস্থান করে। এটি মনোমুগ্ধকর এবং এর ফল সুমিষ্ট। কিন্তু যদি এই বৃক্ষের মাটি কুফর ও শিরক দ্বারা দূষিত হয়, তাহলে কি সে তার মূলের উপর সোজা দণ্ডায়মান থাকবে? না এটি মুগ্ধ করবে আপনাকে? না, বরং তা অসম্ভব।

সাহওয়াহ সৈনিকদের স্ত্রীদের মধ্যে এমন স্ত্রী আছে, যে তার স্বামীর আক্বিদাহ ও ঈমান নিয়ে মোটেই বিচলিত না। যদিও তার স্বামী একজন মুসলিম হিসেবে রাতে ঘুমায় এবং দিনে জেগে ওঠে একজন কুফফার হিসেবে, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। এমনকি স্বামী যদি নিজের কৃতকর্মের কারণে ধর্মত্যাগীও হয়ে যায়, তাতেও স্ত্রীর কোন অসুবিধা নেই। আবার কিছু স্ত্রী আছে, যারা তার স্বামীর কুফরির ব্যাপারে অবগত কিন্তু তার অত্যাচারের ভয়ে তার সাথেই থেকে যান। অপরদিকে এমনও স্ত্রী আছে, যিনি তার স্বামীর এসব কাজে সহমত প্রকাশ করে এবং উল্টো বরং তাকে ইন্ধন যোগান ও সহায়তা করেন।

যারা প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ও আল্লাহর দাসী, হাশরের ময়দানে নিজের কৃতকর্মের দায়ভার নিজেকেই নিতে হবে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন, {কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।} [আল-মারিয়ামঃ ৯৫] যেই মুহূর্তে স্বামী ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে এই বিয়ে বাতিল হয়ে গেছে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে এক ঘরে বসবাস করার কোন অনুমতি আর নেই। সে আপনার জন্য অবৈধ হয়ে গেছে এবং স্বামী হিসেবে আপনার উপর তার কোন অধিকার নেই। সে এখন আপনার জন্য পরপুরুষ। যতক্ষণ না সে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং নতুন করে ইসলামে ফিরে আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনার জন্য বৈধ হবে না। সুতরাং এই ব্যক্তির সাথে যেকোনো সম্পর্ক বজায় রাখা শারীয়াহ'র বিধান অনুযায়ী হারাম। বরং এটি যিনার (ব্যভিচার) সমতুল্য। সুতরাং, সাবধান!

আপনি হয়ত বলবেন, স্বামীর ঘর ছাড়া এত সহজ না এবং এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হল সন্তান হারানোর ভয়। আপনি ভয় করেন যে, আপনার স্বামী সন্তানদেরকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিবে এবং হয়ত আপনি তাদের চোখের দেখাও দেখতে পারবেন না। এরপর হয়ত বলবেন, স্বামীর উপরে আপনি অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল এবং তাই আর্থিক সংস্থানের ভয় আপনাকে তাড়া করে কারণ আপনার হয়ত নিজের পরিবার (পিত্রালয়) নেই। অথবা পরিবার আছে কিন্তু তারাও সাহওয়াত দলের অন্তর্ভুক্ত। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে পরিবার, দুইদিকের চাপ আপনাকে পিষ্ট করে ফেলছে। কে আপনাকে রক্ষা করবে? যদিও আমি আপনার এই মাতৃত্ব বোধ, পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা এবং দারিদ্রের ভয়কে অগ্রাহ্য করছিনা, তবুও আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এর এই বানীর কাছে যেকোন অজুহাতই ম্লান; {বল, "তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়; তবে অপেক্ষা কর,

গনতন্ত্রের জন্য যুদ্ধরত
এফএসএ মুরতাদদিন

আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না"।} [আত-তাওবাহঃ ২৪] সর্বজান্তা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এভাবেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফাসেকদের কর্মের প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন।

সুতরাং কোন যুক্তিই আপনাকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র সামনে জবাবদিহিতা হতে রেহাই দিবে না। তথাপি, যদি আপনার রব ও তাঁর ক্রোধকে ভয় করেন এবং আপনার এই ধর্মত্যাগী স্বামীকে আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ করেন, তাহলে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনার এই ত্যাগকে প্রতিস্থাপন করবেন উত্তম প্রতিদান দ্বারা এবং কল্পনাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক। আপনার সন্তানগণ যদি আপনার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনার কাছে তাদের ফিরিয়ে দিবেন, ঠিক যেভাবে মূসা (আলাইহিস সালাম)কে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কিছুকাল পর। অপরদিকে, যদি আপনি এই কুফফার স্বামীর সাথে বসবাস করা নিয়ে নিরুদ্বেগ থাকেন, যে কিনা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ও তাঁর রাসূলের শত্রু এবং সে তার নিজের আখিরাতকে অন্যের দুনিয়ার জন্য বিক্রি করে দিয়েছে, যে মুওাহিদ্দিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়াতে ফিতনাহ'র বিস্তার ঘটাতে চায়; তবে মনে রাখুন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র শাস্তি থেকে আপনাকে কোন কিছুই রক্ষা করতে পারবেনা।

উবায় ইবন কা'ব বর্ণনা করেন, "যখন বান্দা আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু ত্যাগ করে তখন আল্লাহ তার তুলনায় উত্তম প্রতিদান দেন এমন উৎস থেকে যা সে কখনও কল্পনা করেনি। অন্যদিকে, যদি কেউ ভুল বা অন্যায় কোন বিষয়কে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ না করে, তবে আল্লাহ তাকে অধিকতর নিকৃষ্ট কিছু দেন সেখান থেকে যা সে কখনও ভাবতে পারেনি"। [হিলইয়াতুল-আওলিয়া']

অনুরূপভাবে, সেই স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যে তার সাহওয়াত স্বামীর অত্যাচারের ভয়ে তার সাথেই রয়ে যায়, এটা জানা সত্ত্বেও যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করে। দাওলাতুল ইসলাম এর সাথে জাওলানি ফ্রন্টের প্রতারণার সময়কার একটি ঘটনা বর্ণনা করছি- একজন সম্মানিত মুহাজিরহ'র কাছ থেকে যিনি হালাবে তাদের দ্বারা কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন, "আমাকে ও আমার স্বামীকে জাওলানি ফ্রন্টের একটি চেকপয়েন্টে থামানো হল। এরপর তারা আমাদের তথাকথিত 'লিওয়া' আত-তাওহীদ', অথচ যাদের তাওহীদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; সেই রক্ষীদের কাছে হস্তান্তর করে দিল। আমার স্বামীকে তারা কোথায় নিয়ে গেল জানি না এবং আমাকে একটা বাড়িতে ফেলে রাখল যেটা তারা তাদের শত্রুদের জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করত। প্রতিদিন মহিলাদের মধ্যে থেকে একজন এসে আমাদের দুপুরের খাবার দিয়ে যেত। প্রথমদিকে সেই মহিলা আমার সাথে কথা বলত না এবং আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে এতটাই ভীত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় ছিল যে কোনরকম খাবার দিয়েই যত দ্রুত সম্ভব চলে যেত। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে আমি তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সে ধীরে ধীরে আমার সাথে কথা বলা শুরু

সাহাওয়াতের জাওলানি শাখার একদল যোদ্ধা

করলো এবং কিছু বিষয়ে জানতে চাইল। সে জানতে পারল যে আমি একজন মুহাজিরাহ এবং আমি জানতে পারলাম যে এই মহিলা সেই অপদার্থ লোকের স্ত্রী, যে প্রায় প্রতিদিনই এসে আমাকে তিরস্কার করত আর দাবি করত যে সে নাকি আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিচ্ছে!"

"একদিন সেই মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এরা কেন বিশেষ করে তোমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে?' আমি এই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না এবং তাকে ব্যাখ্যা করলাম যে কেন এরা আমাদের প্রতি এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কারণ আমরা এই মাটিতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র শারীয়াহ'র বাস্তবায়ন করতে চাই আর তাই এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। বুঝলাম যে সে আমার কথাগুলো শুনছে। এরপর সে আমাকে বলল, 'আমি জানি আমার স্বামী ভুল পথে আছে এবং আমার মনে হয় আল্লাহ তার কৃতকর্মে অসন্তুষ্ট। এমনকি আমি তোমাকে এখান থেকে পালানোর জন্য সাহায্য করতে চাই, কিন্তু ভয় হয় সে আমাকে মেরে ফেলবে। সে একজন অপরাধী!'"

এই মহিলা তার স্বামীকে ভয় পেত কারণ উনি জানত যে লোকটা অপরাধী! উনি জানতেন যে তার স্বামী মিথ্যের মধ্যে নিমজ্জিত কিন্তু শুধু ভয়ের কারণে উনি নিজেকে দুনিয়া ও আখিরাতে রক্ষা করতে পারল না। এটা কি ধরণের ভয় যা আপনাকে আখিরাত থেকে বঞ্চিত করে? এমনকি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন, {তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ

তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।} [আত-তাওবাহঃ ১৩] এটা কি রকম ভয় যা আপনাকে সেই লোকের সাথে থাকতে বাধ্য করে যে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এর মিত্রদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়? আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) কুদসি হাদিসে বলেন, "যে কেউ আমার মিত্রদের সাথে শত্রুতা করে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি"। [আল-বুখারী]

আর কিসের ভয় আপনাকে তাড়া করে যে আপনি একই ছাদের নিচে ঐ লোকের সাথে বাস করেন, যে আপনার জন্য অবৈধ এবং আপনি তার জন্য অবৈধ? উপরন্তু, আপনি তার ঘরে সন্তান জন্ম দিয়েছেন! আপনি একজন ধর্মত্যাগী পরপুরুষের সন্তান ধারণ করেছেন! আল্লাহর কসম, একজন মহিলার এটা অবশ্যই অনুধাবন করা উচিত যে যদিও তার উপর সর্বনাশ নেমে আসে, তবুও তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা), তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের শত্রুর ছায়াতলে থাকার চেয়ে উত্তম।

আমি ভেবে অবাক হই যে, এই তাগুদ ও এদের সৈনিকদের স্ত্রীদের মধ্যে কি একজন মহিলাও নেই যে সত্যটা অনুধাবন করে? এদের মধ্যে কি একজন আ'সিয়াও নেই?! হ্যাঁ, আ'সিয়া বিনত মুযাহিম, ফিরাউনের স্ত্রী। সেই আ'সিয়া, যাকে কুরআনে প্রশংসিত করা হয়েছে এবং সেই দিন অবধি তা পঠিত হতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এই পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবকিছুকে অধিগ্রহণ করবেন। {আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফিরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন । সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।} [আত- তাহরিমঃ ১১] তিনি সেই আ'সিয়া যার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান (ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা) ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া(র) ব্যতীত অন্য কেউ তাদের মত কামিল হননি। আর আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদ[১] এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর"। [বুখারী ও মুসলিম]

তিনি এমন একজন নারী ছিলেন যার সামনে দুনিয়া উজাড় করা সবকিছু ছিল প্রস্তুত, কিন্তু তার ঈমানে অটল বিশ্বাসী আত্মা তা অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তিনি চেয়েছিলেন উত্তম ও চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত, যার পরিধি পৃথিবী এবং তার ও জান্নাতের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান এবং যা তৈরি করা হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। তিনি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব বা সম্মান কিছুই চান নি। না তার আগ্রহ ছিল তার স্বামী ফিরাউনের প্রাসাদসমূহ বা তার ধন-সম্পদের প্রতি। তিনি শুধু দুআ' করেছিলেন, {"হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন"।} [আত-তাহরিমঃ ১১] অতঃপর তিনি তাই অর্জন করলেন যা তিনি চেয়েছিলেন। আল-বাগহাওয়ি এর তাফসীর অনুসারে, "মুফাসসিরিন বলেন, 'যখন মুসা যাদুকরদের পরাজিত করেন, ফিরাউনের স্ত্রী তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং যখন ফিরাউন এই সংবাদ পায় তখন সে চারটি খুঁটির সাথে তার স্ত্রীর দুই হাতপা বেঁধে রোদের মধ্যে ফেলে রাখল'। সালমান বলেন, 'ফিরাউনের স্ত্রী রোদে কষ্ট পাচ্ছিলো, তবে যখন তারা উনাকে রেখে চলে গেল তখন ফেরেশতারা তাকে ছায়া দিয়েছিলেন। {যখন তিনি বলেন,"হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন"}। তারপর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) তাকে জান্নাতে তার গৃহের সম্পর্কে এমনভাবে বর্ণনা করলেন যেন আসিয়া' তা দেখতে পেলেন। এরপরে আরও উল্লেখিত আছে যে, ফিরাউন তাঁর উপর একটা বড় পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিল। কিন্তু যখন তারা তা কার্যকর করতে গেল ঠিক তখন তিনি বলছিলেন, বলেন,{"হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন"}। এরপরই তিনি জান্নাতে তার সাদা মুক্তার তৈরি বাড়িটি দেখতে পেলেন। আর তাই যখন তার উপর পাথর ছুঁড়ে মারা হল, তিনি কোন ব্যথা অনুভব করেননি কারণ, তার আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। আল-হাসান এবং ইবন-কায়সান বলেন, 'আল্লাহ আসিয়া' কে জান্নাতে আসীন করেছেন আর সেখানে আসিয়া' পানাহার করছেন'। {আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন}। মুকা'তিল বলেন, '{ও তার দুষ্কর্ম}, মানে শিরক}। আবু সালিহ' বর্ণনা করেন ইবন আব্বাস থেকে, '{ও তার দুষ্কর্ম}, মানে স্বামী সহবাস'। {এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন}, মানে কুফফারদের উল্লেখ করা হয়েছে"।

এরপর আসি সেই স্ত্রীর কথায় যে তার স্বামীর ধর্মত্যাগের বিষয়ে জানে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)র বান্দাদের প্রতি তার অপরাধের কথা জানে, কুফফারদের সাথে মিত্রতা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে সে অবগত, কিন্তু এরপরেও সে তার স্বামীর সাথে সে একমত ও তাকে রক্ষা করে, এমনকি সম্পদ ও মতামত দিয়ে সহায়তা করে। সেই সকল স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি গল্প বলি। আল-মুখতা'র ইবন আবি 'উবাইদ আত তাকাফি' এর দুই স্ত্রীর গল্প, যে একজন মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী ছিল

---

১ সম্পাদকের নোট: সারীদ একটি খাবার যাতে শক্ত রুটি ভেঙ্গে টুকরো করে এর উপর দিয়ে মাংসের ঝোল পুরে দেয়া হয়।

এবং নবুয়্যত দাবি করেছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এর রহমতে এই ভণ্ডকে হত্যা করেন মুসা'ব ইবন আয যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এরপর এই মিথ্যাবাদীর দুই স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেন ইমাম ইবন কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ), "মুসা'ব প্রথমে আল-মুখতা'র এর স্ত্রী উম্ থাবিত বিনত সামুরাহ বিনত জুন্দুব এর কাছে যান এবং উম থাবিত বললেন, 'আপনি তার সম্পর্কে যা বলেছেন তার বাইরে আমার আর কি বলার থাকতে পারে'। এরপর মুসা'ব অন্য স্ত্রী 'আমরাহ বিনত আন-নু'মান ইবন বাশির কে তলব করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল-মুখতারের সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান?' 'আমরাহ বলল, 'আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তিনি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'। একথা শুনে মুসা'ব এই মহিলাকে কারাবন্দী করেন এবং নিজের ভাইকে লিখে পাঠান যে, 'এই মহিলা বলছে যে তার স্বামী ছিল একজন নবী'। তার ভাই জবাব পাঠালেন, 'ঐ মহিলাকে বের করে হত্যা করো'। মুসা'ব তাই করলেন। শহরের এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রহার করা হল যতক্ষণ না পর্যন্ত মহিলা মৃত্যুবরণ করল"। [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

তাই সাবধান, ও আল্লাহর দাসী। {প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।} [আল-আনআমঃ ১৩২] {জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।} [ইব্রাহীম: ৪২]

কখনই ভাববেন না যে, দাড়ি রাখলেই বা কান্দারিয়াহ[২] পরিধান করলেই আপনার স্বামী তাকফির এর আওতার বাইরে চলে গেল কিংবা ভুলের ঊর্ধ্বে উঠে গেলেন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনাকে হিদায়াত দান করুন। এরকম কত ব্যক্তিকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) তাঁর ভূমির উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং এরপর তারা শরীয়াহ বাস্তবায়ন না করে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এদের মধ্যে কতজনই তো স্বীয় ধর্ম থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে এসেছে এবং দরবারী আলেমদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব করে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এমনকি যিনার দায়ে অভিযুক্ত একজন মহিলাকে তারা গুলি করে মেরেছে এবং এটা প্রচার করেছে সেই মহিলা নাকি পতিতাবৃত্তি করত! তারা এই আশংকায় সত্য প্রকাশ করতে ভয় পায় যে তাদেরকে আঘাত করা হবে। তারা তাদের ধর্মের মৌলিক বুনিয়াদ এর বিরুদ্ধে আপোষ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা এখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের সমর্থন করছে। সম্প্রতি তারা, শর্তাধীন সমর্থন গ্রহণকারী কিছু স্বার্থান্বেষীদের মধ্যে তাদের মিত্রদের প্রতি এক বার্তায় বলেছে, তাদের "জাতীয় সিরিয়ান পোশাক" ব্যতীত উম্মাহর সামনে তারা আসবে না। বার্তাটি শব্দান্তরিত রূপ হল, "আমরা জাতীয়তাবাদী। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু সিরিয়া, অন্যকিছু নয়। আমরা সিরিয়ান দ্রুজে দের সাথে শান্তি এবং ইরাকি মুওাহিদ্দিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। সুতরাং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আমাদের প্রতি ভীত হবেন না। সাইক্স-পিকো চুক্তি অনুযায়ী ক্রুসেডদের দ্বারা আপনাদের জন্য নির্ধারিত সীমান্ত আমরা অতিক্রম করব না, এই মর্মে কারণ আমরা আপনাদের সম্মান করি এবং আপনাদের ক্রোধের বশবর্তী হতে চাই না বরং আপনাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই!"[৩]

হে আল্লাহর দাসীগণ, তারা আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। তারা বলেছিল, "আমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করি এবং আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করব"। অথচ এটা কিভাবে সম্ভব, তারা তো সমস্ত কুফফার এর গুনাহগারদের দলে যোগ দিয়েছে?! এদের মধ্যে কেউ কেউ শরীয়াহ একেবারেই চায়না আর কেউ আছে যারা "শরীয়াহ" চায় তবে জনস্বার্থে বিধিবদ্ধ অবস্থায়। তার মানে শরীয়াহ'র যেই অংশ তাদের মনঃ পূত হয় তারা শুধু সেটুকুই প্রতিষ্ঠা করে এবং যা তাদের স্বার্থের সাথে মেলে না, সেই অংশকে তারা বর্জন করে। তারা যেসকল দলের সাথে হাত মিলিয়েছে, এরই মাধ্যমে তাদের আর ঐ দলগুলোর মধ্যে আর কোন পার্থক্য রইল না। আর তাই আজ একজন দাড়িওয়ালা আর যে দাড়ি কামায় এবং একজন হাফিজুল কুরআন আর যে উৎপথগামী তারা আর পৃথক রইল না।

আপনি, হ্যাঁ আপনি এমন একজনের সহযোগী, যে নিজের ভূমির আকাশে নাসারাদের যুদ্ধবিমান উড়তে দেখে খুশি হয় যা কিনা মুসলিমদের ও তাদের অসহায় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর পয়গাম নিয়ে আসে। কুফফার ক্রুসেডদের যৌথবাহিনী দ্বারা মুসলিমদের উপর বিমান হামলায় তাদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ওয়াকিটকি তে কি জঘন্য ভাবেই না প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, আপনি যে স্বামীর সেবা করেন সে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)-কে নয় বরং আরবদের অথবা পশ্চিমাদের অথবা জনসাধারণের সন্তুষ্টি অর্জনে কাজ করে। তার সেবা করতে গিয়ে আপনার যে ক্লান্তি ও অবসাদ, তা একদিন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে!

হয়তোবা একজন সাহওয়াত সৈনিকের স্ত্রী আমার এই লেখা পড়ে এবং তার স্বামীর আসল চেহারা চিনতে

২ সম্পাদকের নোট: আফগানিস্তানের পুরুষদের পরিধেয় পোশাক
৩ সম্পাদকের নোট: এখানে বিশ্বাসঘাতক জাওলানির কথা বলা হচ্ছে, যে আলজাজিরাতে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করে। "শামে আল কায়দার মিত্র: পর্ব ৩" এ দ্রুজেদের ব্যাপারে তার অবস্থান সংক্ষিপ্ত রূপে আলোচিত হয়েছে।

পেরে বিস্মিত হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি শুধুই একজন সতর্ককারী পরামর্শক। {আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।} [হুদঃ ৮৮] যদি আপনি সত্য পথের অনুসন্ধানকারী হয়ে থাকেন তাহলে নিজেই খোঁজ লাগান ও তদন্ত করুন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনার কৃতকর্মকে কখনই ধ্বংস করবেন না। আপনার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমত, আপনার স্বামীকে নসিহত দিন এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান। এতে যদি সে তার পাপ থেকে নিবৃত হয়ে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তা হবে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র তরফ থেকে প্রাপ্ত অশেষ রহমত। কিন্তু যদি সে নিজের কৃতকর্ম নিয়ে ঔদ্ধত্য ও অহমিকা প্রকাশ করে, তাহলে আপনাকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে দুনিয়াতে তাকে পরিত্যাগ করার যাতে করে আখিরাতে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। আমি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)'র এই রহমতের ভূমি দাওলাতুল ইসলাম এ হিজরত করার জন্য! আপনি কি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসেন না? আপনি কি এমন কোথাও থাকতে চান না, যেখানে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) ব্যতীত অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই? আসুন, দারুল ইসলামের দিকে রওনা করুন। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে প্রতিটি মুসলিম ও মুসলিমার জন্য দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা ফরয।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন, {যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।} [আন-নিসাঃ ৯৭] ইমাম ইবন কাসীর এর তাফসীর অনুযায়ী, "এই আয়াতটি সর্বজনীন এবং প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য যারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে, হিজরত করতে সক্ষম এবং নিজের দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। সুতরাং সে তার নিজের প্রতি জুলুম করছে এবং গুনাহগার হচ্ছে - এই ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে এবং আল্লাহর কালামেও এটিই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) বলেন, {যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?', এর অর্থঃ হিজরত না করা, {ফেরেশতারা বলেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?} এর অর্থঃ তোমরা হিজরত না করে এখানে কেন বসবাস করতে? {তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম} যার অর্থঃ আমাদের এই ভূখণ্ড ছেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না, না ছিল পৃথিবীতে প্রদক্ষিণ করার মত সক্ষমতা। {ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।}"

এই অপেক্ষায় বসে থাকবেন না যে আপনার আগে অন্য কোন সাহাওয়াত সৈনিকের স্ত্রী হিজরত করবেন। বরং আপনি নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের আদর্শে পরিণত হন। প্রথম হিজরতকারীর সম্মান অনেক বেশি। ইসলামের প্রথম হিজরতের সময় কে প্রথম নারী মুহাজিরাহ ছিলেন, সেই ব্যাপারে সালাফদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, প্রথম নারী মুহাজিরাহ ছিলেন উম সালামাহ। অন্যেরা বলেন, তিনি ছিলেন লায়লা বিনত খায়সামাহ, আমির ইবন রাবিয়াহ এর স্ত্রী।

জেনে রাখুন, আজকে আপনি যেই স্বামীর অনুসরণ করছেন, সেই স্বামীই আগামীকাল আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আপনাকে হিদায়াত করুন। {অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক} [আল-বাকারাহঃ ১৬৬] মনে রাখবেন যে, একমাত্র আল্লাহই সকল অসহায় বান্দার সহায়। তিনিই সকল ভয়ের বিপরীতে আশ্রয় দানকারী। তিনিই সকল সাহায্যপ্রার্থীর সাহায্যকারী। তাই দেরী না করে দ্রুত আখিরাতের সেই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের দিকে ধাবিত হন, যদিও এর বিনিময়ে আপনাকে সমস্ত দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়।

পরিশেষে বলি, সকল প্রশংসা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)র জন্য যিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তার পরিবার ও তার সাহাবীগণ এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক।